নগর সংস্করণ

স্বাধীনতার কথা বলে

আমার দেশ

বৃহস্পতিবার

১০ জুলাই ২০২৫, ২৬ আষাঢ় ১৪৩২
১৪ মহররম ১৪৪৭
বর্ষ ১০ সংখ্যা ২৮৮ রেজি. নং ডিএ ৩০৭৩
১৬ পৃষ্ঠা দাম ১২ টাকা

‘অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিট’ সম্মেলনে গভর্নর

অধিকাংশ আর্থিক হিসাব বিবরণী বানোয়াট

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

দেশি কিংবা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে আর্থিক হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় হিসাব মানের যথার্থতার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে এফআরসিকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত ‘এ অ্যান্ড এ’ শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বিশ্বব্যাংক ও এফআরসির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। আর্থিক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) ড. গেইল এইচ মার্টিন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন—আইসিএমএবি প্রেসিডেন্ট মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, আইসিএবি প্রেসিডেন্ট এনকেএ মুবিন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফআরসি চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভূইয়া।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, কোম্পানির অডিট ও অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমি তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেই। একটি হচ্ছে আইন-কানুন, দ্বিতীয়টি আইন-কানুন অনুসরণের মাধ্যমে এর প্রক্রিয়াকরণ। আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তি। কারা এটা তৈরি করছে। আমাদের ভালো ভালো আইন আছে, কিন্তু যারা এটা তৈরি করছে, সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয়। কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনের বিষয়ে অডিটরদের প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, তাদের প্রতিবেদন দেখলে মনে হবে সবকিছু খুবই চমৎকার, কোনো ধরনের সমস্যা নেই। কিন্তু অধিকাংশ রিপোর্টের সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর বিষয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করা কোনো কঠিন কাজ নয়। উইন্ডো ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে যে কোনো কোম্পানির চমৎকার আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে তার সোনালি অতীত কিংবা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরা কঠিন কোনো কাজ নয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকার কারণে আর্থিক অনিয়মের একটি অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, আমি যদি পারফরম্যান্সের দিক থেকে বিচার করি, তাহলে বলব বাংলাদেশে কোনো নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানই সঠিকভাবে রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে মানসম্মত নয়। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়ের মতো অবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক হিসাব বিবরণীর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। এসব রিপোর্টে যা বলা হয়, তা বানোয়াট। আমাদের এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সেজন্য আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এফআরসির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন গভর্নর।

মূল প্রবন্ধে এফআরসি চেয়ারম্যান বলেন, আইএফআরএস এবং আইএসএ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে যাতে আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সে বিষয়ে এফআরসি মনিটরিং করছে। আমরা চাই আর্থিক হিসাব বিবরণীর স্বচ্ছতার মাধ্যমে যাতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসে।

Thursday
Dhaka 10 July, 2025
Asharh 26, 1432 (BS)
Muharram 14, 1447 H
12 Pages ♦ Taka 12

The New Nation
Independent Daily
Founder : *Barrister Mainul Hosein*

SPORTS
Trump to attend CWC final
Page 8

BUSINESS & ECONOMY
Ensure more transparency in financial reporting, auditing: Salehuddin
Page 7

ENTERTAINMENT
Pak actress Humaira found dead in Karachi apartment
Page

www.dailynewnation.com

Ensure more transparency in financial reporting, auditing: Salehuddin

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed takes part in a photo session with participants at 'Accounting and Auditing Summit' held at Pan Pacific Sonargaon Hotel in the capital on Wednesday. ■ NN photo

> **Auditing and accounting are important issues to ensure transparency and accountability. The transparency and honesty of those involved in these activities are the most important issue.**

Dr Salehuddin Ahmed
Finance Adviser

Business Desk

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed on Wednesday urged auditors and chartered accountants to ensure more transparency and integrity in financial reporting and auditing to increase investment.

"Accounting ensures transparency to stakeholders, such as investors and regulatory bodies, by providing access to relevant data for informed decision-making. When investors have clear and reliable information about a country's business environment, they are more likely to invest in its economy," he said.

The adviser said this while speaking as the chief guest at the 'Accounting and Auditing Summit' at a hotel in the city, reports BSS.

The World Bank and Financial Reporting Council (FRC) jointly organised the event with its theme 'FRC's Role in the Economic Governance of Bangladesh.

Bangladesh Bank Governor Dr. Ahsan H. Mansur, Country Director (acting) of the World Bank Dhaka office Soulemane Coulibaly and Chairman of Anti-Corruption Commission (ACC) Dr. Mohammad Abdul Momen were present as special guests.

Finance Secretary Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder presided over the event while FRC Chairman Dr Md Sajjad Hossain Bhuiyan delivered the keynote speech.

In his speech, Salehuddin said auditing and accounting are important issues to ensure transparency and accountability.

However, the transparency and honesty of those involved in these activities are the most important issue, he added.

Ahsan H. Mansur also laid emphasis on submitting audit reports of banks with transparency and accurate information for gaining trust both from local and foreign investors.

He mentioned that Risk-Based Supervision (RBS) in all banks will begin from January 1, 2026, to ensure a sound, resilient, and future-ready financial system.

In the keynote speech. Sajjad Hossain Bhuiyan said that as Bangladesh continues its journey toward becoming an upper-middle-income country, the need for resilient institutions and sound governance structures becomes more critical than ever.

"Among those institutions, the Financial Reporting Council stands with a clear mandate to promote integrity, discipline, and transparency in financial reporting, auditing, valuation, and actuarial standards," he added.

He said FRC wants to encourage all corners to prepare true financial statements with full disclosure to maintain economic or revenue discipline as well as to collect a desirable and genuine amount of income tax and VAT by NBR.

"Untrue financial statements are the basic instrument for tax evasion and avoidance," he added.

He said that the FRC is committed to playing its full role in advancing the vision of financial governance through steadily, professionally and with unwavering integrity.

NEWAGE

SCAN here to read New Age Online

The outspoken daily ■ www.newagebd.net ■ Dhaka, Thursday, July 10, 2025, Asharh 26, 1432 BS ■ Regd No. DA

Finance adviser Salehuddin Ahmed, among others, poses for a photo at the Accounting and Auditing Summit at a hotel in Dhaka on Wednesday. — Focus Bangla photo

Salehuddin for ensuring transparency in financial reporting to increase investment

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

FINANCE adviser Salehuddin Ahmed on Wednesday urged auditors and chartered accountants to ensure more transparency and integrity in financial reporting and auditing to increase investment.

'Accounting ensures transparency to stakeholders, such as investors and regulatory bodies, by providing access to relevant data for informed decision-making. When investors have clear and reliable information about a country's business environment, they are more likely to invest in its economy,' he said while speaking as chief guest at the Accounting and Auditing Summit at a hotel in the city.

The World Bank and Financial Reporting Council jointly organised the event with its theme FRC's Role in the Economic Governance of Bangladesh.

Bangladesh Bank governor Ahsan H Mansur, country director (acting) of the World Bank Dhaka office Soulemane Coulibaly and chairman of the Anti-Corruption Commission Mohammad Abdul Momen were present as special guests.

Finance secretary Md Khairuzzaman Mozumder presided over the event while FRC chairman Md Sajjad Hossain Bhuiyan delivered the keynote speech.

In his speech, Salehuddin said that auditing and accounting were important issues to ensure transparency and accountability.

However, the transparency and honesty of those involved in these activities are the most important issue, he added.

Ahsan H Mansur also laid emphasis on submitting audit reports of banks with transparency and accurate information for gaining trust both from local and foreign investors.

He mentioned that Risk-Based Supervision in all banks will begin from January 1, 2026, to ensure a sound, resilient, and future-ready financial system.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | July 10, 2025 | Ashar 26, 1432 BS | Muharram 14, 1447 Hijri | THURSDAY | Vol 14 | No. 178 | Regd. No. DA6132 | 12 Pages | Price Tk 10

BANGLADESH SEEK REDEMPTION IN T20 SERIES AGAINST SRI LANKA ▶ PAGE 10
BB INTRODUCES NEW POLICY TO BOOST STARTUP FINANCING AND YOUTH EMPLOYMENT ▶ PAGE 6
TRUMP HOLDS FRESH TALKS WIT NETANYAHU TO END GAZA 'TRAGE ▶ PAGE 11

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed speaking at the 'Accounting and Auditing Summit' at a hotel in the city on Wednesday. PHOTO: PID

Finance Adviser for ensuring transparency in financial reporting to increase investment

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed urged auditors and chartered accountants to ensure more transparency and integrity in financial reporting and auditing to increase investment.

"Accounting ensures transparency to stakeholders, such as investors and regulatory bodies, by providing access to relevant data for informed decision-making. When investors have clear and reliable information about a country's business environment, they are more likely to invest in its economy," he said.

The adviser said this while speaking as the chief guest at the 'Accounting and Auditing Summit' at a hotel in the city on Wednesday.

The World Bank and Financial Reporting Council (FRC) jointly organised the event with its theme 'FRC's Role in the Economic Governance of Bangladesh.

Bangladesh Bank Governor Dr. Ahsan H. Mansur, Country Director (acting) of the World Bank Dhaka office Soulemane Coulibaly and Anti-Corruption Commission (ACC) Dr. Mohammad Abdul Momen were present as special guests.

Finance Secretary Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder presided over the event while FRC Chairman Dr Md Sajjad Hossain Bhuiyan delivered the keynote speech.

In his speech, Salehuddin said auditing and accounting are important issues to ensure transparency and accountability.

However, the transparency and honesty of those involved in these activities are the most important issue, he added.

Ahsan H Mansur also laid emphasis on submitting audit reports of banks with transparency and accurate information for gaining trust both from local and foreign investors.

He mentioned that Risk-Based Supervision (RBS) in all banks will begin from January 1, 2026, to ensure a sound, resilient, and future-ready financial system.

In the keynote speech. Sajjad Hossain Bhuiyan said that as Bangladesh continues its journey toward becoming an upper-middle-income country, the need for resilient institutions and sound governance structures becomes more critical than ever.

"Among those institutions, the Financial Reporting Council stands with a clear mandate to promote integrity, discipline, and transparency in financial reporting, auditing, valuation, and actuarial standards," he added. —BSS

YOUR RIGHT TO KNOW
The Daily Star
SECOND EDITION
DHAKA THURSDAY JULY 10, 2025
CXV No. 166 | ASHAR 26, 1432 BS | www.thedailystar.net | MUHARRAM 14, 1447 HIJRI

Balance sheets of several banks found 'fictitious'

Governor warns of widespread audit malpractice

STAR BUSINESS REPORT

The balance sheets of several banks have been found to be "fictitious", failing to reflect their true financial state, according to Bangladesh Bank (BB) Governor Ahsan H Mansur.

Non-performing loans (NPLs), which many banks had reported at just 3 percent up to last year, shot up to 36 percent in the first quarter of this year, he said.

"Why? Was there a good reason for it? No. It is completely for misrepresenting the facts and the reality," the governor said while speaking at the Accounting & Auditing (A&A) Summit 2025 in Dhaka yesterday.

The event was jointly organised by the World Bank and the Financial Reporting Council (FRC).

Senior policymakers at the summit echoed similar concerns, saying auditors had failed to give a true picture of corporate accounts.

This, they said, had contributed to the deterioration of business balance sheets, enabled money laundering, shaken investor confidence, and led to tax losses.

They called for a concerted effort from Bangladesh Bank, the FRC, the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB), and the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) to strengthen the financial reporting ecosystem.

Mansur said the quality of audits at financial institutions requires a lot of attention and that he has been engaging with the FRC chairman to collaboratively look into the issue.

"We need to support the FRC with a proper budget, proper staffing, and ensure that READ MORE ON B3

Balance sheets

FROM PAGE B1

the salaries of the staff who will be engaged there are commensurate with their skills," he said.

"If I today judge the performance of audit firms based on the audit reports, I can tell you there will be no auditors left qualified for the job," he said.

The way they misreported facts disqualifies them from serving in the profession in the future. If this is taken critically, there will be no one left to do the job, so everyone is having to make do with whatever is available, he said.

"Most of the financial reports are unqualified, very good reports, clean, in Bangladesh," said Finance Adviser Salehuddin Ahmed.

"But when you look at the track record of what they are doing, you don't say these are unqualified. Most of them were qualified," he said.

An unqualified report, also known as a clean report or unmodified opinion, is an auditor's opinion stating that a company's financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with the applicable financial reporting framework.

On the other hand, a qualified report in auditing is a report that indicates the auditor has identified some issues with the financial statements, but these issues are not pervasive enough to warrant a disclaimer or adverse opinion.

Ahmed laid emphasis on three things—rules, process, and person. People who are implementing the rules and standards have not done a good job, said Ahmed.

There is a kind of understanding between the auditors and the management of companies, with the former delivering unqualified reports in exchange for repeatedly getting hired, he said.

On the other hand, directors are sometimes kept in the dark. Many independent directors are not independent or are mostly "sleeping directors," he said.

From time to time, they just avail themselves of comfortable transportation or air fares and hotel stays to attend board meetings and then go back to their lives again, said Ahmed.

For auditors and accountants, audit reports are definitely important. In fact, this is the third eye of the management. Unless those are really efficient and transparent, they will not be of any use to the management or board directors, he said.

It would be better if there were improved coordination among the ICAB, ICMAB, and FRC, he added.

"Window dressing" is commonplace not only in financial reports but also throughout the country, said Anti-Corruption Commission (ACC) Chairman Mohammad Abdul Momen.

Regarding allegations of fraudulence against a prominent businessperson involving a bond, he said one person cannot perpetrate such malpractice unless he was assisted by professionals who are now "happily loitering around."

Bangladesh Bank identified a few credit scandals, which is welcome, but questions remain over its role during the past regime, when it appeared to be an accomplice to the repeated plundering of state funds, which devastated the economy, he said.

The central bank could not even protect its own money, said Momen.

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) did a good job in identifying officers involved in a mutual fund scandal, but by then it had already led to the plundering of the whole market, he said.

The Anti-Corruption Commission has a wider scope to work with the FRC, BSEC, Bangladesh Bank, and other regulatory agencies, he added.

FRC Chairman Md Sajjad Hossain Bhuiyan, Md Khairuzzaman Mozumder, secretary to the Finance Division, ICAB President NKA Mobin, and ICMAB President Mahtab Uddin Ahmed also spoke at the event.

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

ঢাকা ১০ জুলাই ২০২৫ | ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ | ১৪ মহররম ১৪৪৭ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১৪৮

বৃহস্পতিবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

রাজধানীর একটি হোটেলে বুধবার 'অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং সামিটে' অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ পিআইডি

আর্থিক খাতে সংস্কারে বাধা অনেক

——অর্থ উপদেষ্টা

যুগান্তর প্রতিবেদন

'আর্থিক খাতের সংস্কারে অনেক বাধা ও জটিলতা আছে। তারপরও সরকার নিজ উদ্যোগে তা বাস্তবায়নে কাজ করছে। অনেকে মনে করছেন, শুধু বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের চাপেই আর্থিক খাত সংস্কার হচ্ছে। বাস্তবে এমনটা না। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে। তবে তারা (আইএমএফ) ভালো পদক্ষেপ নিলে আমরা কেন তা নেব না।' বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত 'অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিট'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন। সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ৪

আর্থিক খাতে সংস্কারে বাধা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টি বড় বিষয়। তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা সবার আগে। অনেক প্রতিষ্ঠান কাগজপত্র জমা দেয়, যার বেশিরভাগই মানসম্পন্ন না।

তিনি বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অডিট কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। এনবিআরের ক্ষেত্রে অডিট করা খুবই জরুরি। এনবিআরের মতে, প্রতি ১০০ জনের ৭০ জনই জিরো (শূন্য) ট্যাক্স দেন, এটা অবিশ্বাস্য। এ ৭০ জনের হিসাব দেখা উচিত। যারা অডিট করেন, তাদের আগে নিজেদের স্বচ্ছ হতে হবে। শুধু হিসাবের যোগ-বিয়োগ নয়, চোখ-কান খোলা রেখে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ঝুঁকির জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

দেশের অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে—এমন মন্তব্য করে সামিটে ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, দেশের অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে ভুল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। একটি ব্যাংক দাবি করেছে, তাদের খেলাপি ঋণের হার ৪ শতাংশ, কিন্তু আমাদের অডিটে দেখা গেছে সেটি ৯৬ শতাংশ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে হলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য থাকা জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে কাজ করবে।

অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, বর্তমানে যদি অডিট রিপোর্ট দেখে বিচার করি, তাহলে একজন সৎ অডিটর খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আইএফআইসি ব্যাংকে বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে। সালমান এফ রহমান এক অডিটরের সহায়তায় একটি কাগুজে কোম্পানির ভুয়া তথ্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

তিনি বলেন, গত সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে একের পর এক আর্থিক অনিয়ম ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসব অনিয়ম আড়াল করতে সহযোগী কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অডিট ফার্মকে চিহ্নিত করেছে। এটি প্রশংসনীয় হলেও তাদের বিরুদ্ধে এখনো দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৬ আষাঢ় ১৪৩২, ১০ জুলাই ২০২৫

আর্থিক খাতে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে : অর্থ উপদেষ্টা

অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পরিলক্ষিত হয়—গভর্নর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের আর্থিক খাতে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিট'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অনেকে মনে করেন আর্থিক খাতের সংস্কার কেবল বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রস্তাবনা অনুসারেই হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও বহু সংস্কার কার্যক্রম চলছে। তবে ভালো পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয় বলেও তিনি জানান।

অর্থ উপদেষ্টা তার বক্তব্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অডিটিং এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই কাজগুলোর সঙ্গে জড়িতদের স্বচ্ছতা ও সততা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অনেক প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়া কাগজপত্র মানসম্পন্ন নয় বলেও তিনি জানান। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ক্ষেত্রে অডিট কার্যক্রমের অপরিহার্যতা তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এনবিআর-এর মতে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭০ জনই শূন্য কর দেন, যা অবিশ্বাস্য। যারা এই ৭০ শতাংশ তথ্য জমা দিচ্ছেন, তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত। এছাড়া, ১৮ লাখ রিটার্ন জমা পড়ার তথ্যেও গরমিল থাকতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অডিটরদের

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে অডিটিং এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মন্তব্য করেন অর্থ উপদেষ্টা। তার মতে, বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হলে এই দুটি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। তিনি ঘোষণা দেন যে, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেসড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে। গভর্নর আরো বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা জরুরি। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে কাজ করবে। তিনি জানান, পাওনাসংক্রান্ত বিষয়ে চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি। আহসান এইচ মনসুর কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি কোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ না করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

নয়া দিগন্ত

বৃহস্পতিবার
১০ জুলাই ২০২৫
২৬ আষাঢ় ১৪৩২
১৪ মহররম ১৪৪৭

www.dailynayadiganta.com

সোনারগাঁও হোটেলে 'অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং সামিটে' অংশগ্রহণকারীদের সাথে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ■ পিআইডি

প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য কর দেয় যা অবিশ্বাসযোগ্য

অর্থ উপদেষ্টা

● বিশেষ সংবাদদাতা

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মতে, প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য কর দেয়, যা অবিশ্বাসযোগ্য। যারা তথ্য দিচ্ছে তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করেন অর্থ উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান পেপার সাবমিট করেন, যার বেশির ভাগই মানসম্পন্ন না। এখানে অডিটও ভালোমত হয় না।

গতকাল বুধবার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিটে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফআরসির চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে অনেক বাধাবিপত্তি আছে। অনেকেই মনে করছেন আর্থিক খাতের সংস্কার বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রস্তাবেই হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা না। ■ *৯ম পৃ: ৩-এর কলামে*

✓প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য কর দেয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে। তবে তারা ভালো পদক্ষেপ নিলে আমরা কেন তা নেবো না।

স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টিং বড় বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা সবার আগে বড় বিষয়। অনেক প্রতিষ্ঠান পেপার সাবমিট করেন যার বেশির ভাগই মানসম্পন্ন না।

এনবিআরের ক্ষেত্রে অডিট করা খুবই জরুরি উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন বলেন, এনবিআরের মতে প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য ট্যাক্স দেয়– এটা অবিশ্বাসযোগ্য। যারা ৭০ ভাগ তথ্য দিচ্ছে তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত। আবার ১৮ লাখ রিটার্ন জমা পড়ছে সে তথ্যেও গরমিল থাকতে পারে। যারা অডিট করে তাদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি।

বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো বিষয়ে তিনি বলেন, যদি আমরা বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে চাই তাহলে অডিটিং এবং অ্যাকাউন্টিংকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সরকারের চলমান সংস্কার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা অল্পসময়ের জন্য সরকারে আছি। বড়জোর সাত-আট মাস থাকব। তারপর চলে যাবো। তাই দীর্ঘমেয়াদি কোনো সংস্কারকাজ চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। এই সময়ের মধ্যে আমরা মূল কিছু সংস্কারকাজ করব। তিনি বলেন, আমাদের সংস্কার কাজে ব্যবসায়ীসহ ঋণদানকারী বিদেশী সংস্থাও সমর্থন করছে– এই জন্য তাদের ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ব্যাংকের অডিট রিপোর্ট গরমিল পাওয়া যায়। অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্ট এ ফিকশন পাওয়া গেছে। একটি ব্যাংকের রিপোর্টে দেখা যায়, তাদের খেলাপি ঋণ ৪ শতাংশ। কিন্তু আমরা অডিট করে দেখেছি ৯৬ শতাংশ।"

ড. মনসুর বলেন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীর বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এটার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে কাজ করবে।

২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেসড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্টলি কাজ করবে। পাওনা নিয়ে চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি। যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করা উচিত।

অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুদক চেয়ারম্যান আবদুল মোমেন বলেন, বর্তমানে আমি যদি বিচার করি তাদের অডিট রিপোর্ট দিয়ে তাহলে স্বচ্ছ অডিটর পাওয়া যাবে না। আইএফআইসি ব্যাংকে প্রচুর কেলেঙ্কারি হয়েছে। সালমান এফ রহমান অডিট রিপোর্টের সহায়তায় একটা পেপার কোম্পানির ফুলিয়ে ফাপিয়ে তথ্য দেখিয়ে অর্থ নিয়েছেন। গত শাসনামলে ব্যাংক খাতের একের পর এক আর্থিক অনিয়ম হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এসব অডিট রিপোর্ট লুকানোয় শীর্ষ অডিট ফার্মকে চিহ্নিত করেছে– এটা প্রশংসার দাবিদার তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

কারও তাঁবেদারি করে না
মানবজমিন
বৃহস্পতিবার ১০ই জুলাই ২০২

সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কার হচ্ছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন বলেছেন, আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে। অনেকেই মনে করছেন আর্থিক খাতের সংস্কার বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রস্তাবেই হচ্ছে বাস্তবে এমনটা না। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে। তবে তার ভালো

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কার হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠারপর পদক্ষেপ নিলে আমরা কেন তা নেবো না। বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিটের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। আয়োজিত অনুষ্ঠানে এফআরসি'র চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভুঁইয়া প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টিং বড় বিষয়। তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা সবার আগে বড় বিষয়। অনেক প্রতিষ্ঠান পেপার সাবমিট করেন যার বেশির ভাগই মানসম্পন্ন না। এনবিআরের ক্ষেত্রে অডিট করা খুবই জরুরি। এনবিআরের মতে প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য ট্যাক্স দেয়, এটা অবিশ্বাসযোগ্য। যারা ৭০ ভাগ তথ্য দিচ্ছে তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত। আবার ১৮ লাখ রিটার্ন জমা পড়ছে সে তথ্যেও গরমিল থাকতে পারে। যারা অডিট করে তাদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, যদি আমরা বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চাই তাহলে অডিটিং এবং অ্যাকাউন্টিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্ট গরমিল পাওয়া যায়। ২০২৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেসড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্টলি কাজ করবে। পাওনা নিয়ে চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি তারা। যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করা উচিত। অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুদক চেয়ারম্যান আব্দুল মোমেন বলেন, বর্তমানে আমি যদি বিচার করি তাদের অডিট রিপোর্ট দিয়ে তাহলে স্বচ্ছ অডিটর পাওয়া যাবে না। আইএফআইসি ব্যাংকে প্রচুর কেলেঙ্কারি হয়েছে। সালমান এফ রহমান অডিট রিপোর্টের সহায়তায় একটা পেপার কোম্পানির ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তথ্য দেখিয়ে অর্থ নিয়েছেন। গত শাসনামলে ব্যাংক খাতের একের পর এক আর্থিক অনিয়ম হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এসব অডিট রিপোর্ট লুকানোয় শীর্ষ অডিট ফার্মকে চিহ্নিত করেছে এটা প্রশংসার দাবিদার; তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

মুক্তচিন্তার স্বাধীন দৈনিক

বৃহস্পতিবার
১৬ আষাঢ় ১৪৩২
১০ জুলাই ২০২৫
১৪ মহররম ১৪৪৭

রেজি. ডিএ ৬৭৮০। বর্ষ ৩। সংখ্যা ৫

খবরের কাগজ

agojbd

হোটেল সোনারগাঁওয়ে গতকাল আয়োজিত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিটে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন সংগৃহীত

দাতাদের নয়, নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কার হচ্ছে: অর্থ উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন বলেছেন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ কিংবা দাতাদের চাপে নয়, নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কার হচ্ছে। গতকাল বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিটে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। অনেকেই মনে করছেন আর্থিক খাতের সংস্কার বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের চাপে হচ্ছে। বাস্তবে এমনটা না। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে। তবে তার (দাতারা) ভালো পরামর্শ দিলে আমরা তা গ্রহণ করব। অনুষ্ঠানে এফআরসির চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল রয়েছে। এই খাতে স্বচ্ছতা আনতে আমরা ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি শুরু করেছি।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টি বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক প্রতিষ্ঠান পেপার সাবমিট করেন, যার বেশির ভাগই মানসম্পন্ন না।

এনবিআরে অডিট করা খুবই জরুরি- এ কথা উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতি ১০০ জন করদাতার মধ্যে ৭০ জনই শূন্য ট্যাক্স দেয়, এটা অবিশ্বাসযোগ্য। যারা মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত। আবার ১৮ লাখ রিটার্ন জমা পড়ছে সে তথ্যেও গরমিল থাকতে পারে। যারা অডিট করে তাদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে

> অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল আছে: গভর্নর

অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো বিষয়ে তিনি বলেন, যদি আমরা বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চাই তাহলে অডিটিং এবং অ্যাকাউন্টিংকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পাওয়া যায়। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেসড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্টলি কাজ করবে। পাওনা নিয়ে চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি। যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করা উচিত।

অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুদক চেয়ারম্যান আব্দুল মোমেন বলেন, বর্তমানে আমি যদি বিচার করি তাহলে স্বচ্ছ অডিটর পাওয়া যাবে না। আইএফআইসি ব্যাংকে প্রচুর কেলেঙ্কারি হয়েছে। সালমান এফ রহমান অডিট রিপোর্টের সহায়তায় একটা পেপার কোম্পানির ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তথ্য দেখিয়ে অর্থ নিয়েছেন। গত শাসনামলে ব্যাংক খাতের একের পর এক আর্থিক অনিয়ম হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কিছু অডিট প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা প্রশংসার দাবিদার। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বৃহস্পতিবার ১০ জুলাই ২০২৫

বণিক বার্তা

তথ্যেই অগ্রগতি

barta.com | Daily Bonik Barta | রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ১৫, সংখ্যা ২৯ | আষাঢ় ২৬, ১৪৩২ ■ মহররম ১৪, ১৪৪৭

আমরা সরকারে আর ৭-৮ মাস থাকছি

—অর্থ উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'আমরা এ অন্তর্বর্তী সরকারে দীর্ঘদিন থাকছি না, খুব বেশি হলে হয়তো সাত থেকে আট মাস। বিশেষ করে প্রধান উপদেষ্টা এবং আমি কিছু মৌলিক সংস্কার করতে খুবই সিরিয়াস। আমরা কোনো দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি সংস্কার করব না।' রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গতকাল আয়োজিত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিটে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে জমা দেয়া রিটার্নের ৭০ শতাংশই শূন্য কর দেখাচ্ছে। এ পরিসংখ্যানকে অবিশ্বাসযোগ্য উল্লেখ করে এটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টিং বড় বিষয়। তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা সবার আগে বড় বিষয়। অনেক প্রতিষ্ঠান পেপার সাবমিট করে, যার বেশির ভাগই মানসম্পন্ন না। এনবিআরের ক্ষেত্রে অডিট করা খুবই জরুরি। এনবিআরের মতে, প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য ট্যাক্স দেয়, এটা অবিশ্বাসযোগ্য। যারা শূন্য ট্যাক্সের তথ্য দিচ্ছে তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত।'

১৮ লাখের মতো যে রিটার্ন জমা পড়ছে সে তথ্যেও গরমিল থাকতে পারে উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'যারা অডিট করে তাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যদি আমরা বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে চাই তাহলে অডিটিং ও অ্যাকাউন্টিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে। অনেকেই মনে করছেন আর্থিক খাতের সংস্কার বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রস্তাবেই হচ্ছে, বাস্তবে এমনটা না। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে। তবে তারা ভালো পদক্ষেপ নিলে আমরা কেন তা নেব না?'

সামিটে বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ও বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর (অন্তর্বর্তীকালীন) ড. গেইল এইচ মার্টিন। চেয়ারপারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া।

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পাওয়া যায়। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেজড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট সাবমিট

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

আমরা সরকারে আর

১ম পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্টলি কাজ করবে। পাওনা নিয়ে চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি। যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করা উচিত।'

অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন বলেন, 'বর্তমানে আমি যদি বিচার করি তাদের অডিট রিপোর্ট দিয়ে তাহলে স্বচ্ছ অডিটর পাওয়া যাবে না। আইএফআইসি ব্যাংকে প্রচুর কেলেঙ্কারি হয়েছে। সালমান এফ রহমান অডিট রিপোর্টের সহায়তায় একটা পেপার কোম্পানির তথ্য ফুলিয়ে-ফাপিয়ে দেখিয়ে অর্থ নিয়েছেন। গত শাসনামলে ব্যাংক খাতে একের পর এক আর্থিক অনিয়ম হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি। এসব অডিট রিপোর্ট লুকানোয় শীর্ষ অডিট ফার্মকে চিহ্নিত করেছে—এটা প্রশংসার দাবিদার। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।'

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
নগর সংস্করণ
বৃহস্পতিবার ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ১৪ মহরম ১৪৪৭ হিজরি ১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১২৯ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১২ টাকা www.dailyjanakantha.com, www.edailyjanakantha

বিরল রক্তের গ্রুপ

গোটা বিশ্বে কেবল একজনের শরীরেই বয়ে চলেছে এমনই এক বিরল রক্তের গ্রুপের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। ক্যারিবিয়ান দ্বীপ গুয়াদেলুপের বাসিন্দা এক ফরাসি মহিলার শরীরে মিলেছে নতুন ওই রক্তের গ্রুপ। যার নাম 'গোয়াদা নেগেটিভ'। ব্লাডের (২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

অর্থ খাতে সংস্কার হচ্ছে সরকারের নিজ উদ্যোগে

অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আর্থিক খাতের সংস্কারে অনেক বাধা ও জটিলতা থাকলেও সরকার নিজ উদ্যোগে তা বাস্তবায়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, 'অনেকে মনে করছেন, শুধু বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের চাপেই আর্থিক খাত সংস্কার হচ্ছে- বাস্তবে এমনটা নয়। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেই সংস্কার হচ্ছে। তবে তারা ভালো পদক্ষেপ নিলে আমরা কেন তা নেব না।'

বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত 'অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিট'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের

(২ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

অর্থ খাতে সংস্কার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(এফআরসি) চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টি বড় বিষয়। তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা সবার আগে বড় বিষয়। অনেক প্রতিষ্ঠান কাগজপত্র জমা দেয়, যার বেশিরভাগই মানসম্পন্ন না।'

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অডিট কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, 'এনবিআরের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) ক্ষেত্রে অডিট করা খুবই জরুরি। এনবিআরের মতে, প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই জিরো (শূন্য) ট্যাক্স দেয়, এটা অবিশ্বাস্য। এই ৭০ জনের হিসাব দেখা উচিত।'

তিনি বলেন, 'যারা অডিট করেন, তাদের আগে নিজেরা স্বচ্ছ হতে হবে। শুধু হিসাবের যোগ-বিয়োগ নয়, চোখ-কান খোলা রেখে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ঝুঁকির জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হবে।'

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, যদি আমরা বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চাই তাহলে অডিটিং এবং অ্যাকাউন্টিংকে গুরুত্ব দিতে হবে।

অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেসড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্টলি কাজ করবে। পাওনা নিয়ে চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি। যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করা উচিত।

করা উচিত।

গভর্নর বলেন, দেশের অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে ভুল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। একটি ব্যাংক দাবি করেছে, তাদের খেলাপি ঋণের হার ৪ শতাংশ, কিন্তু আমাদের অডিটে দেখা গেছে, সেটি ৯৬ শতাংশ।

তিনি বলেন, 'দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে হলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য থাকা জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে কাজ করবে।'

অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুদক আব্দুল মোমেন চেয়ারম্যান বলেন, 'বর্তমানে যদি অডিট রিপোর্ট দেখে বিচার করি, তাহলে একজনও সৎ অডিটর খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আইএফআইসি ব্যাংকে বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে। সালমান এফ রহমান এক অডিটরের সহায়তায় একটি কাগুজে কোম্পানির ভুয়া তথ্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।'

তিনি আরও জানান, গত সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে একের পর এক আর্থিক অনিয়ম ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসব অনিয়ম আড়াল করতে সহযোগী কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অডিট ফার্মকে চিহ্নিত করেছে- এটি প্রশংসনীয় হলেও তাদের বিরুদ্ধে এখনো দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

THE FINANCIAL EXPRESS

FE TRADE & MARKET

Reforms for ourselves, not for lenders: Finance Adviser

FE REPORT

- Dr Salehuddin Ahmed dispels IMF-WB influence claim
- Urges compliant, meaningful financial reporting
- BB Governor slams 'fictitious' bank balance sheets, calls for audit transparency to restore investor trust

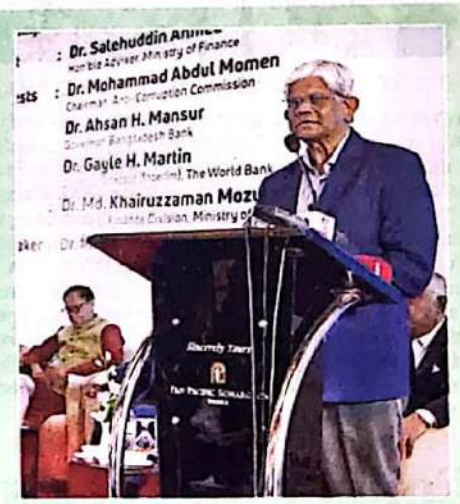

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed speaks at the 'Accounting and Auditing Summit' at a hotel in Dhaka on Wednesday.— PID

The ongoing financial sector reforms in Bangladesh are being driven by national interest, not dictated by global lenders, said Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed on Wednesday.

"These reforms are taking place out of our own need, for our own benefit," he told a summit of accounting and auditing professionals in Dhaka.

"Many people claim they are being done at the behest of the World Bank or the IMF, but that is not the case."

Speaking as the chief guest at the Accounting and Auditing Summit, jointly organised by the World Bank and the Financial Reporting Council (FRC), Dr Ahmed added that the government is open to adopting good ideas from any source.

"If global agencies offer better suggestions, there's no harm in accepting them," he told the summit titled 'FRC's Role in the Economic Governance of Bangladesh' at a city hotel.

Bangladesh Bank Governor Dr Ahsan H. Mansur, acting World Bank Country Director Souleymane Coulibaly, and Anti-Corruption Commission (ACC) Chairman Dr Mohammad Abdul Momen attended as special guests.

Finance Secretary Dr Md Khairuzzaman Mozumder chaired the event, while FRC Chairman Dr Md Sajjad Hossain Bhuiyan delivered the keynote speech.

Dr Ahmed stressed that both public and private sector institutions must maintain proper audit and financial reporting standards. He also expressed concern over the narrow tax base in the country.

"I was surprised to learn that only 1.8 million people submitted tax returns, and 70 per cent of them declared zero tax," he said, implying that a much larger population earns taxable income.

All financial reporting must be compliant, he added, and encouraged auditors to go beyond rulebooks and apply professional judgement to ensure that audits are meaningful and purposeful.

He noted that a "significant number" of financial reports still fail to meet the required standards.

Bangladesh Bank Governor Dr Mansur underscored the importance of transparent, accurate audit reports, especially from banks, to build trust among local and international investors.

"You cannot improve a country's macroeconomic situation if financial reporting is substandard," he said. "Many problems in the economy are also reflected in financial reports."

He criticised the quality of balance sheets in the banking sector: "If you look at the balance sheets of various banks, most of them are fictitious."

Without better audit quality and reporting, investor confidence cannot be restored, he warned.

Dr Mansur also announced that Risk-Based Supervision (RBS) will be rolled out across all banks from January 1, 2026, aiming to create a more sound, resilient, and future-ready financial system.

He appealed for technical -- not just monetary -- support from development partners to build talent in the financial sector.

Meanwhile, ACC Chairman Dr Momen called on auditors to maintain honesty and regulatory compliance.

Citing a scandal involving IFIC Bank, he said: "Salman F Rahman took money by presenting inflated figures from a paper-only company, aided by false audit reports."

The central bank failed to act on repeated financial irregularities during the previous regime, he said, adding that it "could not even protect its own funds."

In his keynote, FRC Chairman Dr Bhuiyan said strong institutions and good governance are increasingly critical as Bangladesh moves toward upper-middle-income status.

"The Financial Reporting Council stands with a clear mandate to promote integrity, discipline, and transparency in financial reporting, auditing, valuation, and actuarial standards," he said.

Dr Bhuiyan also urged all parties to produce accurate financial statements with full disclosure to maintain economic discipline, and to help the National Board of Revenue (NBR) collect appropriate amounts of income tax and VAT.

saif.febd@gmail.com

THURSDAY 10 JULY 2025 | PAGES 16 | PRICE TK 15 TBSNEWS.NET CITY EDITION

THE BUSINESS STANDARD

Financial sector reforms not only driven by IMF, World Bank; govt taking initiatives as well: Finance adviser

REFORMS – BANGLADESH

TBS REPORT

Finance Adviser Salehuddin Ahmed stated that reforms in Bangladesh's financial sector face significant hurdles, but they are not solely driven by the World Bank or International Monetary Fund (IMF).

According to him, many believe that these reforms are being undertaken on the initiative of international financial institutions, but in reality, the government is taking its own initiatives as well.

"If there are good suggestions from others, why shouldn't we accept them?" he added while speaking as the chief guest at the "Audit and Accounting Summit" held at the Hotel Sonargaon in Dhaka yesterday.

During the event, Dr Sazzad Hossain Bhuiyan, chairman of the Financial Reporting Council (FRC), presented a keynote paper.

Salehuddin stressed the importance of audit and accounting in ensuring transparency and accountability in the financial system. However, he noted that the integrity and transparency of those involved in auditing and accounting are even more critical.

"Many organisations submit papers that lack quality," he said.

If there are good suggestions from others, why shouldn't we accept them?

SALEHUDDIN AHMED
FINANCE ADVISER

Regarding the National Board of Revenue (NBR), he said proper auditing is crucial, especially when 70 out of every 100 taxpayers reportedly declare zero income tax. "This is unbelievable and deserves thorough scrutiny," he noted.

"Auditors must be transparent themselves. It's not just about arithmetic, auditors must observe with insight and identify risks," he added.

ACC urges auditor integrity

Addressing the event, Anti-Corruption Commission (ACC) Chairman Abdul Momen cited major scandals at IFIC Bank, where, with the help of auditors, inflated financials were used to secure funds for a paper company allegedly linked to Salman F Rahman.

"There had been repeated financial irregularities in the banking sector during the previous administration. Bangladesh Bank had identified several top audit firms involved in covering up such corruption."

While this identification is commendable, he lamented that no visible punitive action has been taken against them yet.

বৃহস্পতিবার
১০ জুলাই ২০২৫
২৬ আষাঢ় ১৪৩২
১৪ মহরম ১৪৪৭
রেজি. নং ডিএ-৬২
৭৫ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা
১৬ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭৫ বছর

সংবাদ

www.sangbad.net.bd • www.thesangbad.net

আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক নয়, সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কার: অর্থ উপদেষ্টা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন বলেছেন, 'আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে অনেক বাঁধা বিপত্তি আছে। অনেকেই মনে করছেন আর্থিক খাতের সংস্কার বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রস্তাবেই হচ্ছে বাস্তবে এমনটা না। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে। তবে তার ভালো পদক্ষেপ নিলে আমরা কেনো তা নেবো না।'

'গতকাল হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অডিট অ্যান্ড একাউন্টিং সামিটের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। আয়োজিত অনুষ্ঠানে এফআরসির চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভুঁইয়া প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অডিটিং-অ্যাকাউন্টি বড় বিষয়। তবে যারা এসব কাজে জড়িত তাদের স্বচ্ছতা ও সততা সবার আগে বড় বিষয়। অনেক প্রতিষ্ঠান পেপার সাবমিট করেন যার বেশিরভাগই মানসম্পন্ন না। এনবিআরের ক্ষেত্রে অডিট করা খুবই জরুরি। এনবিআরের মতে প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য ট্যাক্স দেয়, এটা অবিশ্বাসযোগ্য। যারা ৭০ ভাগ তথ্য দিচ্ছে তাদের হিসাব খতিয়ে দেখা উচিত। আবার ১৮ লাখ রিটার্ন জমা পড়ছে সে তথ্যেও গরমিলের থাকতে পারে। যারা অডিট করে তাদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান।'

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো বিষয়ে তিনি বলেন, 'যদি আমরা বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চাই তাহলে অডিটিং এবং একাউন্টিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। অধিকাংশ ব্যাংকের অডিট রিপোর্ট গরমিল পাওয়া যায়। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (রিস্ক বেসড সুপারভিশন) পুরোপুরি কার্যকর হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে অডিট রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্টলি কাজ করবে। পাওনা নিয়ে চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে অডিট করতে গেলে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি। যদি একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোন প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করা উচিত।'

অডিটরদের সৎ থাকার পরামর্শ দিয়ে দুদক আব্দুল মোমেন চেয়ারম্যান বলেন, 'বর্তমানে আমি যদি বিচার করি তাদের অডিট রিপোর্ট দিয়ে তাহলে স্বচ্ছ অডিটর পাওয়া যাবে না। আইএফআইসি ব্যাংকে প্রচুর কেলেঙ্কারি হয়েছে।

সালমান এফ রহমান অডিট রিপোর্টের সহায়তায় একটা পেপার কোম্পানির ফুলিয়ে ফাপিয়ে তথ্য দেখিয়ে অর্থ নিয়েছেন। গত শাসনামলে ব্যাংক খাতের একের পর এক আর্থিক অনিয়ম হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি। এসব অডিট রিপোর্ট লুকানোয় শীর্ষ অডিট ফার্মকে চিহ্নিত করেছে এটা প্রশংসার দাবিদার তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।'

দ্বিতীয় সংস্করণ
ঢাকা । বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ১০৭
১২ পৃষ্ঠা । ১০ টাকা
www.bd-pratidin.com

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার
১০ জুলাই ২০২৫
২৬ আষাঢ় ১৪৩২
১৪ মহররম ১৪৪৭

প্রতি ১০০ জনে ৭০ জন শূন্য কর দেয়

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'দেশের অর্থনীতি জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালিত না হলে সুষ্ঠু প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। অডিট ও অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন সে লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

তিন দেশের ঘনিষ্ঠতায় উদ্বিগ্ন ভারত

ভারতের প্রতিরক্ষা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান বলেছেন, সম্প্রতি চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কর্মকর্তারা এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। তিনটি দেশই নিজেদের স্বার্থে একে অন্যের প্রতি ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

হাসিনার বিচার বাংলাদেশেই হবে

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, শেখ হাসিনা জুলাই গণ অভ্যুত্থান চলাকালে বিক্ষোভকারীদের গুলি করার জন্য সরাসরি অনুমতি দিয়েছিলেন। ফাঁস হওয়া অডিও রেকর্ডটি এখন পর্যন্ত ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

dailybangladeshpratidin @BangladeshPratidinNews www.bd-pratidin.com/epaper

প্রতি ১০০ জনে ৭০ জন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠান কেবল কাগজপত্র জমা দিলেই দায়িত্ব শেষ মনে করে, অথচ সেসব তথ্যের মান এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষ করে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাব অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনই শূন্য কর দেয় যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। করদাতাদের দেওয়া তথ্যে গরমিল রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। যেসব প্রতিষ্ঠান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা। গতকাল রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সামিটে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দেশের আর্থিক খাতের সংস্কার শুধু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বা বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে হচ্ছে এমন ধারণা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'অনেকেই মনে করছেন এসব প্রতিষ্ঠানের চাপে সংস্কার হচ্ছে। বাস্তবে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। তবে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ কোনো ভালো পরামর্শ দিলে সরকার তা গ্রহণ করবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, দেশের বেশির ভাগ ব্যাংকের অডিট রিপোর্টে গরমিল পাওয়া যায়, যা আর্থিক খাতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। অনুষ্ঠানে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান আবদুল মোমেন বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচার করলে স্বচ্ছ অডিটর খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।' তিনি বলেন, আইএফআইসি ব্যাংকে প্রচুর অনিয়ম হয়েছে, যেখানে সালমান এফ রহমান একটি কাগুজে কোম্পানির অডিট রিপোর্ট ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তৈরি করে অর্থ নিয়েছেন। এ ছাড়া, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে যেসব আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে, সেসব বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। **–নিজস্ব প্রতিবেদক**